OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 351
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 340 - 351
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী বাংলা ভাষায় মুসলিম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা

ড. নবনীতা বসু হক
সহযোগী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ, চিত্তরঞ্জন কলেজ
Email ID: nabanitabasuh@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Pre-1947, Muslim women, magazines, signifiers of social progress.

Abstract

Chapter-1

Introduction: Muslim women edited before 1947 mentioned by name. Although the name of two newspapers is found to be negligible, it has not been traced till the time of present research. On the other hand, there are about forty newspapers edited by Hindu women.

Chapter -2

Names of Muslim Women Edited Newspapers – Annesa, Barshwani, Begum, Bulbul. Suniti, JagOran was seen but not found.

Chapter-3

Annesa: In 1928 AD,' Annesa' was edited by Sophia Khatun B.A. Although the paper was run by husband instead of wife, but there is no way to deny that 'Annesa' has been established as Muslim women editor with Sophia Khatun in front. Not only that, He was a calligrapher. Ahmed Rafiq writes that, in addition to logic, linguistic emotion is quite strong in Sophia's speech, as is the anti-colonialist sentiment. There is room for more research to know the last word about him. Sophia Khatun was never seen writing again. The magazine's subject matter was varied and fascinating. Socioeconomics, politics, and foreign psychological topics attracted discussion journals.

Chapter- 4

'Varshvani' Magazine: Manifestation of the Joint Heart of Husband and Wife. From 1932-37, Jahanara Chowdhury and her husband Altaf Chowdhury had an intimate interest. Apart from stories, essays, poems, various topics were published here. Rabindranath gave a letter to Jahanara Chowdhury. Rabindranath writes in the letter that on that day

I received the hand of all Bangladeshi girls from you, it touched my heart.

Chapter -5

Shamsunnahar Mahmud was the editor of 'Bulbul' patrika. Shamsunnahar's nephew Anwar Bahar, who was an indirect patron. Shamsunnahar who wrote the first authentic biography of Rokeya. In 1340, Nazrul Islam, Abdul Odud, Abdul Karim, Jasimuddin, Dr. Kudrat-i Khoda, along with Adela Khan, Abul Mansoor Ahmad, Mohammad Wazed Ali, and Shamsunnahar wrote the Baishakh-Shravan issue.

Chapter-6

Begum: First Sufia Kamal and later Naseeruddin's daughter Noorjahan were the editors of the newspaper. If it was published in 1947, after 1947 it was not published from Calcutta, but from Dhaka. The name of the newspaper says that it is only for women. However, 'Begum' newspaper became important and in some cases the only news carrier in Bengali language.

Chapter-7

Conclusion: Among the women edited magazines, the above magazines which touch on Muslim women deserve the distinction of Bengali literature and language.

Discussion

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা : রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র সম্পর্কে, পত্রিকার একটি নিজস্বতা থাকবে।প্রমথ সেই কাজটি করেছিলেন চলিত ভাষায় পত্রিকা সম্পাদনা করে। 'সবুজপত্র' বাংলা ভাষায় একটি দিগন্ত সূচিত করেছিল। অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন যে, পত্রিকা মুসলমানের হলেও তা মানবাত্মার মুক্তি। আর বুদ্ধদেব বসু সাহিত্যপত্র সম্পর্কে বলেছিলেন যে, পত্রিকা বাইরে থেকে বানিয়ে তোলা নয়, এর হয়ে ওঠার প্রেরণা হবে কখনো ব্যক্তিত্বের বল, কখনো কোনো লেখক গোষ্ঠীর মিলিত প্রভাব থেকে। পশ্চিমের নারীবাদী, লুই অটো পিটার বক্তব্য, নারী যদি নিজের কথা ভাবতে ভুলে যায় তবে কেউ তাদের মনে রাখবে না। উপরোক্ত ভাবনাগুলি থেকে পত্রিকার বিশেষত্ব ও মুসলিম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশিত পত্রিকা সম্পর্কে একটা আলোকপাত সূচনা করা যেতেই পারে। মুসলিম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা যখন প্রকাশিত হচ্ছে, সে সময় হিন্দু মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা দিকে তাকালে দেখা যায়, হিন্দু মহিলা সম্পাদিত মোট পত্রিকা চল্লিশটি। এবং সেগুলি দুই বাংলা মিলিয়ে।এই স্থানগুলি করিমগঞ্জ, ঢাকা, পাবনা, শিলচর, কুমিল্লা, বাঁকুড়া, শান্তিপুর, কোচবিহার, শান্তিনিকতন, ময়মনসিংহ ও পুরুলিয়া জেলা থেকেও মহিলা সম্পাদনা করছেন। রোকেয়া প্রবর্তিত, 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীন' সংগঠনের প্রচুর মহিলা ঘরের থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তাদেরও কিছু করার প্রয়োজন তা উপলব্ধি করেছিলেন। হিন্দু সমাজের পাশাপাশি মুসলিম মহিলার কথা শোনানোর জন্য প্রয়োজন ছিল পত্রিকার। যদিও অন্যান্য পেশায় মুসলিম মহিলার কথা আগেই এসেছেন। যেমন কবি রহিমুন্নেসা অষ্টাদশ থেকে কবিতা লিখতেন। উনিশ শতকে অবশ্য মুসলিম মহিলা জমিদাররা শিল্প সাহিত্য সমাজ উন্নয়নের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। যেমন করিমুন্নেসা খানম টাঙ্গাইলের জমিদার পত্নী, তার অর্থ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় আব্দুল হামিদ খান ইউসুফ জহির সম্পাদিত 'আহমদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। করিমুন্নেসার আর এক পরিচয় তিনি রোকেয়ার দিদি, তারই উৎসাহ ও প্রেরণায় রোকেয়া বাংলা শিখেছিলেন উনিশ শতকের মুসলিম পরিবার থেকে। উনিশ শতকে মুসলিম পরিবার থেকে আসা ও অন্যান্য লেখিকা নারী হলেন তাহেরউন্নেষা,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 351
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আজিজুন্নেসা, নূরন্নেসা, ফয়জুন্নেসা, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকী প্রমুখ। অধ্যাপনা পেশায় এসেছেন খোদেজা খাতুন, ফাতেমা সাদেক, বেগম আখতার, জেবন্নুসা রহমান হাসনা বেগম। মহিলা ডি পি আই হয়েছেন বেগম আজিজুন্নেসা। এবং সাংবাদিক হিসাবে দেখা গেছে হুসনা বানু খানমকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোকেয়ার সেই বিখ্যাত কথাটি এই অধ্যায়ের শুরুতেই উপযুক্ত মনে হয়। তিনি লিখেছেন, স্বাধীন ভাবে অর্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডী কেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডী ম্যাজিস্ট্রেট, লেডী ব্যারিস্টার, লেডী জজ সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী viceroy হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে রানী করিয়া ফেলিব।

হিন্দু মহিলা সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকার তালিকা বেশ দীর্ঘ। আলোচনার সুবিধার জন্য তার একটা তালিকা দেওয়া হল :

পত্রিকার নাম	পরে নাম	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক	প্রকাশ স্থান	বিশেষত্ব
প্রেম ও জীবন		১৯১২	হেমলতা দেবী	কলিকাতা	
আনন্দসংগীত পত্রিকা		১৯১৩, শ্রাবণ	প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী		
পরিচারিকা দ্বিতীয় পর্যায়		১৯১৬, অগ্রহায়ণ	মোহিনী দেবী (১৮৬০ থেকে ১৮৯৪) কোচবিহার এরপর সূচারুদেবী, মনিকা দেবী, নিরুপমা দেবী	কোচবিহার	
বাঙ্গালার কথা		১৯২১	বাসন্তী দেবী	কলকাতা	
শ্রেয়সী		১৯২২	কিরণবালা সেন	শান্তিনিকেতন	
ত্রিপুরা হিতৈষী		১৯২৪	ঊর্মিলা সিংহ	কুমিল্লা	
সেবা ও সাধনা		১৯২৩	ইন্দুনিভা দাস	কলিকাতা	
		ঐ,আশ্বিন	চিন্ময়ী দেবী	ময়মনসিংহ	
বঙ্গনারী					
শ্রমিক		১৯২৪	সন্তোষকুমারী গুপ্ত	কলিকাতা	
বঙ্গলক্ষ্মী		১৯২৫	কুমুদিনী মিত্র		
তরুণ শক্তি		১৯২৯	রাজাবালা দেবী	পুরুলিয়া	
অঙ্কুর		১৯৩১	লাবণ্যপ্রভা মল্লিক		
জয়শ্রী		১৯৩১	লীলা নাগ রেনুকা সেন শকুন্তলা রায়	ঢাকা	
মহিলা বান্ধব		১৯৩২	এস কে মণ্ডল, মিশনারী		
সংঘরানী		১৯৩২ বৈশাখ	নলিনী রায়		

অনুভব ও সাহিত্য		১৯৩৩, শ্রাবণ	জোৎস্নাহাসি সেনগুপ্ত		
বিজয়িনী		১৯৩৪, আষাঢ়			
রূপশ্রী		১৯৩৪, কার্তিক	বেলা ঘোষ		
মন্দিরা		১৯৩৮j	কমলা চট্টোপাধ্যায়, স্নেহলতা দাস।		
গৃহলক্ষী	পরে জাগৃহী	১৯৩৭	কনকপ্রভা দেব	করিমগঞ্জ	
নটরাজ		ঐ	গৌরপ্রিয়া দাশগুপ্ত	ঢাকা	
সংঘ সাথী		১৯৩৯, বৈশাখ	কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়		
বিজয়িনী		১৯৪৩, আশ্বিন	জোৎস্নাচন্দ,	শিলচর	
শিক্ষা		১৯৪০, অগ্রহায়ণ	স্বর্ণপ্রভা সেন		
মেয়েদের কথা		১৯৪১, বৈশাখ	কল্যাণী সেন		
প্রভাতী		১৯৪২, বৈশাখ	সুধা ঘোষ	বাঁকুড়া	
মাতৃভূমি		১৯৪৫	অনিতা দত্ত মজুমদার		
পরিক্রমা		১৯৪৬	কল্যাণী মুখোপাধ্যায		স্বর্ণকুমারী দেবীর নাতনি
মহিলামহল		১৯৪৭, আষাঢ়	অঞ্জলি সরকার কমলা মুখোপাধ্যায়, অশ্রুরানি মিত্র		

2

উপরোক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে যে সমস্ত নারী সম্পাদকের কথা পাই, তাঁরা অনেকেই স্বামীর অসম্পূর্ণকাজ হিসেবে সম্পূর্ণ করার ভার নেন। স্বামীর মৃত্যুর পর। যেমন চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর 'বাঙ্গালার কথা' সম্পাদনার ভার স্ত্রী বাসন্তীকুমারী দাস। 'নব্যভারতে'র সম্পাদক প্রভাতকুসুমের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী প্রফুল্লনলিনী পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

পত্রিকার নাম	**সম্পাদক/ সম্পাদিকা**	**প্রথম প্রকাশ**	**দাম**	**প্রকাশক**	**কপি**	**স্থান**	**পত্রিকার নাম**
সুনীতি	খান বাহাদুর আনোয়ারুল আজিম বেগম তোহাফাতুন্নেসা আজিম	১৯১৬					

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 351
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আন্নেচ্ছা/আনেছা	সোফিয়া খাতুন বি. এ.	১৯২৮	বার্ষিক মুল্য-2 টাকা				
রূপরেখা/বর্ষবাণী	জাহানারা চৌধুরী	১৯৩২-৩৭	3.50				
বুলবুল	শামসুন্নাহার	১৯৩৩-৩৭	বার্ষিক মূল্য 1টাকা				
জাগরণ	সুলতানা বেগম	১৯৪২	4 আনা প্রতি সংখ্যা				

অন্যদিকে মুসলিম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা হাতে গোণা।
বেগম সুফিয়া কামাল। ১৯৪৭

তৃতীয় অধ্যায়

আন্নেসা : মুসলিম মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িকী হিসাবে এই পত্রিকাটিকে ধরা হয় এবং চন্দ্রকুমার মজুমদার কর্তৃক সরস্বতী প্রেস চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত হয়। বৈশাখ, ১৩২৮ চিহ্নিত প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১লা বৈশাখ, ১৩২৮। প্রতি সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা। মুদ্রণ ৫০০; দাম বার্ষিক আড়াই টাকা।পঞ্চম সংখ্যা থেকে প্রকাশের স্থান ডোগরা গালি কলুটোলা, কলকাতা; মুদ্রক কে এম হেলাল।ক্রিসেস্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৯ এন্টনি বাগান লেন, কলকাতা।[৪]

১৩২৮ সালে ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যা সম্ভবত একত্রে প্রকাশিত।সম্পাদক পাঠকের উদ্দেশ্যে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন তাতে নতুন বছরে পত্রিকার মান উন্নয়নের সঙ্গে বার্ষিক মূল্য ২ টাকা করার কথা ঘোষণা করেছেন। পত্রিকার আয়তন ছিল ২৪ × ১৬ সেন্টিমিটার।[৫]

'আন্নেসা' পত্রিকায় পাঠকের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয় বিজ্ঞাপন।বিজ্ঞাপনটির বড় বৈশিষ্ট্য ধর্ম সম্পর্কে ইতিবাচক নির্ভরশীলতা জ্ঞাপন। তাছাড়া পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বইটা বার্ষিক মূল্য কমানোর কথা ভাবা হয়েছিল।লেখা হয় -

'আন্নেসা' বৈশাখ নববর্ষের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই বর্ষের পত্রিকার আকার প্রকারে আরো ভালো হইয়া প্রবন্ধ বাহির হইতেছে বার্ষিক মূল্য কমাইয়া ২ টাকা ধার্য করা হইল। আশাকরি ভি. পি. যোগে ২য় বর্ষে আন্নেসা গ্রাহকদের (আপনাদের) সাহায্যে ভিন্ন আন্নেসা থাকিতে পারিবে না।

'আন্নেসা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সোফিয়া খাতুন বি. এ। ১৯২২ থেকে ২৫ সালের মধ্যে পত্রিকায় উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি- শিক্ষার স্বাধীনতা, মাতৃত্ব, সন্তান পালন, শিশু সাহিত্য, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, বিদেশ। লিখেছেন যে, বাঙ্গালীর সাহিত্যে অনুরাগ, সভ্যতা ও আর্থিক অবস্থা, হিন্দু মুসলমান, রাজা রামমোহন, আধুনিক শিক্ষা, নারীর ব্যথা, আঙ্গরার চিঠি প্রভৃতি।

অনেকে বলেন, আন্নেসার প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন তাঁর স্বামী মোহাম্মদ আবদুর রশিদ সিদ্দিকী। সোফিয়া খাতুন বলতেন যে, আমার পিতা আফগান মাও তাই। কিন্তু আমরা ভাই বোন বাংলায় জন্মেছি ফলে বাঙ্গালার জলে আমাদের দেহ পরিপুষ্ট। জীবনটা জুড়ে বাংলার পুণ্য স্মৃতি বিরাজমান। কোথায় আফগান দেশ তা তো চোখেও দেখি নাই।

"নারীর ব্যথা' প্রবন্ধে সোফিয়া খাতুন লেখেন,
নারী কি শুধুই নরের ভোগ্যা?
নহে কি জননী নহে কি ভগিনী
নহে কি বিশ্ব- হিতের যোগ্যা?"[৬]

মানুষের জীবন প্রভাতে প্রথম আশ্রয়-স্থল, প্রথম শান্তির স্থান মাতৃ অঙ্ক। মাতৃ স্নেহে, মাতৃ স্তন্যে- লালিত পালিত বর্ধিত শিশু জানে না যে, মা হইতে তার বেশি আপনার কেহ আছে। তখন মাতৃক্রোড় হইতে আর কোনও সুখের আশা আরামের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 351
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না। শিশু যখন ক্রমেই বড় হইতে থাকে নতুন নতুন আশা আকাঙ্ক্ষাপ্রাণে জাগিয়া ওঠে তখন সেই জীবন মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ শান্ত আচল বিছাইয়া দিয়া ছায়া করিয়া থাকে নারীর প্রেম। তখন কর্ম্মে শক্তি, বিশ্রামে শান্তি, দর্শনে তৃপ্তি, আলাপে আনন্দ, প্রবাসে চিন্তা নারী জীবন সায়হ্নে কন্যারূপে বধূরূপে সেবাব্রত দ্বারা মাতৃস্নেহ দান করে নারী। স্নেহ প্রেম সেবায় জগতকে সঞ্জীবিত রাখে নারী, ইহারা সহে শত শত অপমান, অনাদর আর পায় অবিশ্বাসিনী বলিয়া ঘৃণা। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, শ্বশুর গৃহে স্বামী এবং অন্যান্য পরিজন কর্তৃক লাঞ্ছিতা এবং বালবিধবা এই তিন শ্রেণীর নারীদের মধ্যে নানারূপ প্রলোভনে পতিত হইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ কেহ কেহ নিজেকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া যদি বিপথগামিনী হয়, অমনি সমাজ হইতে তাহারা লাঞ্ছিত পরিত্যক্ত হয়। কেহ ইচ্ছায় কেহ অনিচ্ছায় অনন্যোপায় হইয়া মাতৃজাতির কলঙ্ক স্বরূপ স্বৈরিণী শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকে এবং পরে নিজকৃত পাপ ও অন্যায় কার্য্যের অনেকেই আত্মগ্লানি ভোগ করে। পুরুষগণ অনেকে সারাজীবন কুকার্য্য করিয়া সমাজে সমাজপতি হইয়া সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।[৭]

ঐ প্রবন্ধে তিনি আরো লেখেন, নারীর আসন কত উচ্চে ছিল আর আজ কত নিচেই না নামিয়েছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন তপস্যায় গমন করেন তখন তাঁহার দুই স্ত্রীকে বহ ঐশ্বর্য্য দিয়া যান। মৈত্রেয়ী তাহা না লইয়া বলিয়াছিলেন, যাহাতে আমি অমরত্ব লাভ করিতে না পারিব তাহা লইয়া কি করিব? প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আজ কাল নারী জীবনের কোন মূল্যই নাই; তার তাই তাহারা আজা এত হীন হইয়া পড়িয়াছে।

পুরুষ নারী হইতে বুদ্ধিতে, শারীরিক বলে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে নিশ্চয়ই উন্নত এবং এই জন্য নারী তাহাদের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াযই নিশ্চেষ্ট থাকে।[৮]

''আন্নেসা' পত্রিকার সোফিয়া খাতুন ছাড়াও লিখেছেন তারিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, শ্রী শশাঙ্ক মোহন চৌধুরী, শ্রী পরেশনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র ঘটক প্রমুখ। অর্থাৎ এই পত্রিকায় নারীর পাশাপাশি পুরুষ; মুসলমান, হিন্দু নির্বিশেষে লেখা ছাপা হয়। লেখার বিষয়ও ছিল ভিন্ন ভিন্ন-প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতা।

'বিবাহ নারী'র প্রবন্ধকার মুসলমানের স্ত্রী গ্রহণের বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করে লেখেন, তুরস্ক দেশে যদিও চারজন স্ত্রী গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত, একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা অসম্ভব।গরীব তুর্কিরা একাধিক খরচ বহন করতে পারে না যারা অর্থশালী অথবা সরকারি কাজ করে তাদের মধ্যেও একাধিক শ্রী গ্রহণ প্রচলিত নাই। ১৮৯৯ সালের বসন্তকালের নিউইয়র্ক টিব্রিউনে প্রকাশিত লুইসা পার্কস রিচার্ডের বর্ণনা এখানে দ্রষ্টব্য: আলবানীতে স্বামী স্ত্রীকে না মারলে স্ত্রী বেজার হয়, স্বামী অত্যধিক মোটা হলে তালাকের কারণ হয়।

পোর্টারিকোতে তাতে বিয়ে করতে গেলে ৬। ০ টাকা দাখিল করতে হয়। তাই অনেকসময়ই তারা কোনো রকমে আচার অনুষ্ঠান না করে স্ত্রী পুরুষ স্বামী একত্রে বাস করে। অভিভাবকের সম্মতি না হলে বিয়ে হওয়া অসম্ভব। কন্যাদের অতি সাবধানে পাহারা দিয়ে রাখা হয়।

আমেরিকার বিবাহের প্রধান লক্ষ্য অর্থ, সাধারণত অভিভাবকেরা পুত্রকন্যার জন্য অর্থশালী সম্বন্ধে স্থির করে- এতে পুত্র কন্যার অভিমতের অপেক্ষা করা হয় না। একজন কৃষক বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে যুবক তার মেয়েকে বিয়ে করবে সে ৫০ হাজার টাকা বকশিশ পাবে।[৯]

'পথের মেয়ে' প্রবন্ধে লুৎফর রহমান লেখেন, পুরুষেরা পতিতাকে বিয়ে করুক এ বলা এখন আমার উদ্দেশ্য নয়। পতিতা দেখে মনে হয় ঘৃণা আসে তা আসুক, পতিতা যেন তার পাপ জীবন ত্যাগ করে মানুষের সম্মুখে নিজেকে দাঁড় করতে সক্ষম হয়- পেটের জন্য, লজ্জা ঢাকার জন্য তাকে যেন লজ্জা বিক্রয় করতে না হয়, এই আমার কথা।[১০]

গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মেয়েদের শিক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন কতগুলি অনুচ্ছেদে বিভক্ত করে। যেমন -

ক। শিক্ষা ও লোকমত।

খ। গৃহিণী হইবার উপযোগী শিক্ষা।

গ। জাপানের স্ত্রী শিক্ষা পদ্ধতি।

ঘ। টোকিও শহরের সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের বিদ্যালয়।

ঙ। স্ত্রীলোকের নতুন প্রয়োজনীয় বিদ্যা।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 351
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চ। বঙ্গদেশের স্ত্রী শিক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনা।[১১]

''উল্টোধারা' উপন্যাসে পরেশনাথ সরকার যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করেন তা বুদ্ধদেব বসু'র সংবেদনের সঙ্গেই তুলনীয়। উদাহরণ, ''শিথিল বাহুদুটিতে মরালের মতো হেলানো রানুর কোমল গ্রীবা একেবারেই বেঁধে ফেললুম। ঝড়ের দোলায় উতলাবুকের উপর নিষ্ফল গর্জন করতে গিয়ে এমন ভাবে বাধা পেলে আমি তাকে বললুম- রানু- কদমের ফুল যখন ফুটেছে, এ শিহরণ তোমার শেষ করে দিও না।''[১২]

সোফিয়া খাতুন বি.এ. সম্পাদিত 'আন্নেসা' পত্রিকা প্রথম মুসলমান মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা। সফিয়া নিজেও ছিলেন যুক্তিবাদী লেখক। বর্ষীয়ান কবি সুফিয়া কামাল মফিদুল হককে[১৩] জানিয়েছেন, সম্ভবত পাবনার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার জন্ম হয়। পরে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে কলম্বো না লন্ডন কোথায় চলে গেছিলেন। পরে আর তার লেখা পাওয়া যায় নি।

পত্রিকা স্ত্রীর বকলমে স্বামী চালাতেন এ রকম প্রচার থাকলেও, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই সোফিয়া খাতুনকে সামনে রেখে 'আন্নেসা' মুসলিম মহিলা সম্পাদক হিসেবে স্থায়ী হয়ে আছেন।শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন সুলেখক। আহমেদ রফিক লিখছেন যে, সফিয়ার বক্তব্যে যুক্তির পাশাপাশি ভাষিক আবেগ যথেষ্ট প্রবল সুস্পষ্ট, উপনিবেশবাদী শাসকবিরোধী মনোভাবও। তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা জানতে আরো অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে।

সম্ভবত এই অনুসন্ধানই হয়তো 'আন্নেসা'র প্রকৃত সম্পাদক নির্ণয় করবে। দেশ-বিদেশে ঘোরা স্বচ্ছ মনের অধিকারী আর এক দীপ্ত পরিচয় পাবে প্রকৃত পাঠক।

চতুর্থ অধ্যায়

বর্ষবাণী : আলতাফ চৌধুরী সঙ্গে জাহানারা চৌধুরী যৌথভাবে প্রকাশ করতেন এই পত্রিকাটি। রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে **১৯১৭** সালে আসেন আলতাফ, পরে জাহানারা চৌধুরী সঙ্গে পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের। শুভেচ্ছা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

''সেদিন তোমার কথা শুনে বড় আনন্দ পেয়েছি এইটুকু জানাবার জন্য তোমাকে একখানি চিঠি লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এতদিন এতটুকুও অবসর পাইনি। আজ আমার আত্মীয়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে কলকাতা চলবার পথে রেলগাড়ি কোনভাবে তার চলায় ঢিলে দিয়েছে দেখে তোমাকে সেই সুযোগে আশীর্ব্বাদ জানাবার ইচ্ছা হল। সেদিন তোমার কাছ থেকে আমি যেন সমস্ত বাংলাদেশের মেয়েদের হাতের অর্ঘ্য পেয়েছি, এ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।''[১৪]

'বর্ষবাণী'তে প্রথম বর্ষে ১৩৪৬ সালে পত্রটি প্রকাশিত হয়। বর্ষবাণীর একটি মাত্র সংখ্যা লিটিল ম্যাগাজিনে গ্রন্থাগারের রক্ষিত ছিল। পাঠকদের জন্য এই দুটি পাতা মুদ্রিত অবস্থার মত দেওয়ার চেষ্টা করা হল -

প্রকাশক : আলতাফ চৌধুরী প্রকাশ স্থান ৯ বি লর্ড সিংহ রোড, কলিকাতা

কলেবর ও প্রচ্ছদগুণ : পূর্বাশা লিমিটেড-এর (পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ) পক্ষে শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত

আলোক-চিত্র ও বিজ্ঞাপন মুদ্রণ : শ্রীবিজয়কুমার রায়, ভবানীপুর প্রেস ঠিকানা, ৩৯ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা

মুদ্রণ-বীক্ষক : শ্রীশুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসুজন রায়চৌধুরী

গ্রন্থন : শ্রীশশাঙ্ক ঘোষাল, বিবেকানন্দ বাইন্ডিং ওয়ার্কস, সহায়কবৃন্দ : শ্রীবিনয়কুমার ঘোষ, শ্রীবিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আবদুল কাদির, বেঙ্গল পাবলিশার্স-সঞ্জয় ভট্টাচার্য। দাম : সাড়ে তিন টাকা, কলকাতা 'বর্ষবানী'[১৫]

বর্ষবাণী

সূচীপত্র

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 351
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 351
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সূচী তালিকা অনুসারে বোঝা যায় ওই সময়কার নামকরা লেখকের প্রায় অনেকেই উপস্থিত আছেন। নরেন্দ্রনাথ দেব "দেওয়ান ই হাফিজ' প্রসঙ্গে লেখেন, চতুর্দশ শতাব্দীর পারস্য শহরের শিয়াজের কবি হাফিজের প্রসঙ্গ। আবার বন্দে আলীর 'নারী' গল্পের চরিত্ররা হিন্দু রতীন ও দীপালি। গল্পের বিষয় সাধারণ হলেও রুদ্ধশ্বাস শ্বশুরের হাতে রতীনের প্রাণ কিভাবে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 351
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যেতে বসেছিল গল্পের বিষয়বস্তুতে নিয়ে আসে। এই পত্রিকাতে রান্নাবান্নার কথাও থাকত। যেমন কল্যানী চট্টোপাধ্যায় 'মাছের সাঁটা' পদটি লেখার আগে ভূমিকায় লেখেন, "আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেখেছি মা, ঠাকুমাদের রান্নার তোড়জোড়,-কতরকমের যে রান্না জানতেন তাঁরা, রান্নার সুগন্ধে ঘর ভরে যেত।"[১৭]

বলাবাহুল্য কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় স্বর্ণকুমারীর বড় মেয়ে হিরণ্ময়ীর মেয়ে- যিনি মহিলাদের নিয়ে শিল্পাশ্রম খোলেন।

'বাংলার পল্লী শিল্প' প্রবন্ধে আরতি দত্ত লেখেন পট চিত্রের কথা। লেখেন, আল্পনা- শিল্প, খেলনা পুতুল নির্মাণ, পুতুলের মধ্যে শোলা, মাটি, কাঠ, কাপড়ের শ্রেণি বিভাজন দেখান এবং সবশেষে আহ্বান জানান এই শিল্পরক্ষার। আজ এই প্রবন্ধের সার্থকতা এটাই লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলো ২০১৭ বিভিন্ন সময় রক্ষিত হচ্ছে মেয়েরা তাদের কাজের মর্যাদা পাচ্ছে।

সর্বশেষ এই পত্রিকার প্রধান সাফল্য মানবতার প্রকাশ ও প্রসার। আলতাফ ও জাহানার একটি সংখ্যার ভূমিকায় লেখেন, দেশ বিভক্ত হইতে পারে, মানুষে মানুষের বিভেদ সম্ভব, কিন্তু সাহিত্য ভাগ করা যায় না, যেমন আলো বাতাস চাঁদের জোৎস্না ভাগ করা যায় না।"[১৮]

পঞ্চম অধ্যায়

বুলবুল-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শামসুন্নাহার মাহমুদ। শামসুন্নাহারের ভাইপো আনোয়ার বাহার যিনি ছিলেন পরোক্ষে পৃষ্ঠপোষক। শামসুন্নাহার যিনি প্রথম রোকেয়ার প্রামাণ্য জীবনী লেখেন। শামসুন্নাহার ও তাঁর ভাই হাবিবুল্লাহ বাহার চৌধুরী দুজনেই বি.এ। এই পত্রিকার পলিসি ছিল হিন্দু মুসলমান মৈত্রী বন্ধনে অগ্রসর করে দেওয়া।'বুলবুল' বছরে তিনবার প্রকাশিত হোত। দাম বার্ষিক এক টাকা। ১৩৪০ সালে বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্যায় নজরুল ইসলাম, আব্দুল ওদুদ, আব্দুল করিম, জসীমউদ্দীন, ডক্টর কুদরত-ই খোদার পাশাপাশি লেখেন আদেলা খান, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, এবং শামসুন্নাহার প্রমুখ।

১৩৪০ ভাদ্র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লেখেন তখনকার নামজাদা লেখক প্রমথ চৌধুরী? নজরুল, বিভূতিভূষণ, ওয়াজেদ আলীর সঙ্গে হুমায়ুন কবীর কাজী আব্দুল ওদুদ, আব্দুল ফজল, মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রমুখ। ১৩৪০ পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় যাদের লেখা প্রকাশিত, তাঁরা মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ, লীলাময় রায়, হুমায়ুন কবির, মনসুর আহমদ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

লেখক সূচীর মত বিষয়বস্তুতে হিন্দু-মুসলিম উদার সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশিত কয়েকটি নির্বাচিত লেখা :

ক। উর্দু বাংলা তর্ক - আনোয়ারুল কাদির ভাদ্র আশ্বিন-১৩৪০ সংখ্যায় লেখেন, আবার একদল বিদ্রোহী বাঙ্গালী মুসলমান বলছে বঙ্গদেশ আমার বাস অতএব আমরা বাঙ্গালী, আমাদের ভাষা বাংলা।"[১৯]

খ। "হিন্দু মুসলমান প্রবন্ধ-লীলাময় রায়, পৌষ ১৩৪০ সংখ্যায় বলেন, আর্যরা দক্ষিণ ভারত জয় করেনি দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় রাজাদের সঙ্গে মিতালী করেছিলেন।"[২০]

গ। 'সাহিত্যে নারীর স্থান'প্রবন্ধে আব্দুল হাকিম, বৈশাখ ১৩৪৫ সংখ্যায় জানান, খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দী পারস্য সাহিত্যের এক অপূর্ব গরিমার যুগ। মহাকবি ফেরদৌসী তাঁর 'শাহনামা' কাব্যে অপূর্ব ছন্দে পারস্য ও সমসাময়িক সময়ের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় হারকিউলিস বীরশ্রেষ্ঠ রুস্তাম ও তদীয় পত্নী তহমিনার মারফৎ সে যুগের নরনারী সম্পর্ক ও গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয় পাই। কোথাও তা এমন কিছু দেখি না যে নারী পুরুষের সমপর্য্যায়ভুক্ত হতে পারে নাই ব'লে সৃষ্টি অচল হয়েছে, অথবা পুরুষ ইচ্ছাপূর্বক নারীকে তার দাবিদাওয়া হতে দূর রেখে খাটো করেছে।"[২১]

'বুলবুলে' প্রকাশিত কয়েকটি নির্বাচিত লেখা :

ক। ২৫ শে বৈশাখ ১৩৪৫ কালিম্পং থেকে লেখেন রবীন্দ্রনাথ একটী কবিতা। কবিতাটি-

"এই জন্মদিনের সদ্যই প্রাণের প্রান্ত পথে
ডুব দিয়ে উঠে এলো বিলুপ্তির অন্ধকার হতে
মরণের ছাড়পত্র নিয়ে। মনে হতেছে কি জানি
পুরাতন বৎসরের গ্রন্থিবাঁধা জীর্ণ মাল্যখানি
সেথা গেছে মগ্ন হয়ে; নবসূত্র নব জন্মদিন।"[২২]

পরে একটু সংশোধিত আকারে 'সঞ্চয়িতা'-য় অন্তর্ভুক্ত হয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 340 - 351
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

খ। রোকেয়া জীবনী ধারাবাহিক ভাবেই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেটি পাঠে অনেক নারীর জীবন দৃষ্টি বদলে গেছিল।
গ। শিক্ষিত নারীর বিবাহ কাজী আনোয়ারুল কাদির এম এ বি টি এল লেখেন বৈশাখ ১৩৪০ সালে। লেখেন, "সতীত্ব, নারীত্ব, মাতৃত্ব এগুলির মধ্যে অনেক সময় দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়। সতীত্ব জিনিসটার ফিজিক্যাল ও মেন্টাল দুটি দিক। ফিজিক্যাল সতীত্ব অপেক্ষা মেন্টাল সতীত্বের মূল্য বেশী। মেন্টাল chastity কিন্তু ধরা মুশকিল। ওখানে হয়তো অনেকেরই পদস্খলন হয়। ওই সময় এত আধুনিক প্রবন্ধ সত্যি বাঙালির অগ্রবর্তি কার আলোককে দীপায়িত করে।"[২৩]

'বুলবুল' সম্পর্কে অভিমত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন যে, বুলবুল পত্রখানি পড়ে আশান্বিত হলুম। আত্মবিচ্ছেদ ও ভাতৃ বিদ্বেষ দেশের হাওয়া যখন বিষাক্ত হয়ে উঠেছে সেই পরম দুর্যোগের দিনে নিষেধের বাণী যে কোথাও কোথাও ধ্বনিত হতে পারল একে আমি শুভ লক্ষণ বলে মনে করি। আপনার বিনাশ যখনই আপনিই ঘটাতে বসি তখনিই তাকে বলে মহতী বিনষ্ট। বাইরের আঘাত থেকে দেহের অসাধ্য নয় কিন্তু দেহ যখন সাংঘাতিক মাটিতে জন্মস্থানে পোষন করে আপনার মৃত্যু আপনার মধ্যে থেকে উদ্ভাসিত করে তোলে তখনই পরম শোকের দিন উপস্থিত হয়।

আরও লেখেন, "আজকের দিনে নবজীবনের উৎসাহে উদ্দীপ্ত সমস্ত প্রাচ্য মহাদেশের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই আমরা মুক্তির ক্ষেত্রে কাঁটাগাছ রোপণ করতে বসেছি। এই মূঢ়তার অপমান সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে আজ অনাবৃত অথচ হতভাগ্য দেশে এর প্রতিকার আজ এক দুঃসাধ্য--- এই দুর্ভাগ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে দেশের নির্বোধ জড়ত্বে যে বেদনা সঞ্চার আরম্ভ হয়েছে, তোমাদের এই পত্রে তারই লক্ষণ সূচীত। তাই আনন্দের সঙ্গে আমি আমার অভিনন্দন প্রেরণ করছি। কৃতজ্ঞ দেশের আশীর্ব্বাদে তোমাদের উদ্যম জয়যুক্ত হোক।"[২৪]

রবীন্দ্রনাথ যে — কাঁটাগাছের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তার একটি ছিল হিন্দু মুসলমান বিরোধ। 'বুলবুল' সেই কণ্টক উৎপাটনের চেষ্টা করেছিল।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন,

"আমার ইচ্ছা আপনার কাগজে উর্দু বনাম বাঙ্গলার যে আলোচনা শুরু হয়েছে সেই সম্পর্কে দু'এক কথা লিখি। উর্দু অবশ্যই জানি নে। কিন্তু বাংলা আমি জানি সুতরাং একটা যোগ দেবার অধিকার আমার আছে।"[২৫]

শ্রীমতি ইন্দিরা দেবী লিখেছেন যে, তোমাদের কাগজে যে এতজন মুসলমান লেখক এমন বাঙ্গালা লিখেছেন তা দেখলে বাস্তবিক খুশি হওয়া যায় ও জাতির ভবিষ্যতের জন্য আশা হয়।অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন, শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান প্রাণ খুলে আলাপ করতে পারলে আজকের দিনের অন্ধকার বহু পরিমাণে অপসৃত হতো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেগম : "১৯৪৭ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় বেগম। সম্পাদক সুফিয়া কামাল। প্রকাশক মুদ্রক হলেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন। নাসির উদ্দিনের সুযোগ্যা কন্যা নূরজাহান আমৃত্যু সঙ্গে ছিলেন। ২০১৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।"[২৬]

১৯৫০ সালের পর থেকে বেগম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।বেগমের বিষয়বস্তু বিবিধ। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্য রচনা, নিবন্ধ, যেমন সাহিত্যের বিবিধ সংরূপের পরিচয় বহন করে। তেমন বিষয় বস্তু বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল।স্বাধীনতা আন্দোলন, মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খবর, রান্নাবান্না, স্বাস্থ্য, রূপচর্চা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নারীশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, নারী নির্যাতন, সাক্ষরতা,শিশু স্বাস্থ্য, ভাষা আন্দোলন ছিল বেগমে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার লেখক সূচীতে ছিলেন রাজিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার, সেলিনা পানি, প্রতিভা গাঙ্গুলী ও সেলিনা হোসেন।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার: মুসলিম মহিলা সম্পাদিত সবগুলি বাঙালির জীবনকে ভাস্বর করেছে। হয়তো হতে পারেনি অরুণা আসফ আলীর 'লিঙ্ক' এবং 'দ্যা প্যাটিয়টে'র মতো নবজাগরণের বার্তাবাহক। কিংবা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ালো পত্রিকা কিংবা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে জোড়ালো মতামতের দাবিদার পত্রিকা। কিংবা ওয়াজেদ আলীর কন্যা জেবউন্নেসার দ্য' মিররে'র মত। তবুও এই চারটি পত্রিকায় কখনো স্বামী কখনো ভাইয়ের সহযোগী নারীর পরাধীন বাঙালিনীর স্বপ্নের জাগরণের চর্চার ইতিহাস বহন করে।এই চর্চা এই জাগরণ সাহিত্যের মধ্যে আজও চলেছে। সেখানেই চারটি মহিলা সম্পাদিত পত্রিকার সার্থকতা।

Reference:

১. কাদির আবদুল, রোকেয়া রচনাবলী(স্ত্রী জাতির অবনতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,১৩৮০, পৃ. ২১

২. বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্যে অর্জুন বাংলাদেশের নারী, ২০১৪

৩. ঐ

৪. খাতুন সোফিয়া, আন্নেসা, ফাল্গুন, ১৩২৮, পৃ. ১৭৫-১৭৭

৫. ঐ

৬. ঐ, পৃ. ১৫০-১৫১

৭. ঐ, পৃ. ১৫২-১৫৩

৮. ঐ, চৈত্র, পৃ. ১৫২-১৫৭

৯. হক মফিদুল, নারীর অধিকার ও অন্যান্য প ন্‌রবন্ধ, সোফিয়া খাতুন বি.এ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৩, ১৯, ঐ

১০. ঐ

১১. ঐ

১২. ঐ

১৩. ঐ

১৪. চৌধুরী জাহানারা চৌধুরী আলতাফ, বর্ষবাণী-১৩৪৬ পৃ. ২৬৭

১৫. ঐ, পৃ. ১

১৬. ঐ, সূচীপত্র

১৭. ঐ, পৃ. ২৬৭

১৮. ঐ, ভূমিকা, ২৭৬

১৯. মাহমুদ শামসুন্নাহার, মুহাম্মদ হবইবুল্লাহ বাহার চৌধুরী, নির্বাচিত বুলবুল, বুলবুল পাবলিশিং হাউস, বিশ্বকোষ পরিষদ, ভাদ্র-আশ্বিন, পৃ. ৯৪

২০. ঐ, পৌষ, পৃ. ১৬১

২১. ঐ, বৈশাখ - ১৩৪৫, পৃ. ৫৮৯

২২. ঐ, বৈশাখ,১৩৪৫, পৃ. ২১৯

২৩. ঐ, পৃ. ৩৫

২৪. ঐ, (ভূমিকা আনিসুজজামান)

২৫. ঐ, পৃ. ২১২

২৬. ‘বেগম পত্রিকা যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন নূরজাহান বেগম’ বি বি সি বাংলা, সংগ্রহের তারিখ ২৩ মে, ২০১৬